দৈনিক ইত্তেফাক

DEC. 13 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ নয়, সন্ত্রাসের প্রভাব থেকে ছাত্র রাজনীতিকে মুক্ত করুন

এম, এ খালেক

অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সমাপনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দানকালে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী যেই হোক তাকে ক্ষমা করা হবে না। টপ টু বটম সবাইকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। দলমত নির্বিশেষে সবাইকে গ্রেফতার করা হবে। তিনি আরো বলেন, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দূর করার জন্য প্রয়োজনে সংসদ সদস্য ও জনগণের সাথে আলোচনা করে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেয়া হবে। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ছাত্রদলের নাম আসায় এর কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এক শ্রেণীর ছাত্র নামধারী যুবকের কাছে ছাত্র রাজনীতি রীতিমত ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। এরা সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি হতে শুরু করে এমন কোন কাজ নেই যা করছে না। আর ছাত্রাবাসগুলো হচ্ছে সন্ত্রাসীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। অনেকেই আছেন যারা ছাত্র নন অথচ ছাত্রাবাসে আশ্রয় নিয়ে সন্ত্রাসী কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। অশুভ ছাত্র রাজনীতির কবলে পড়ে গত বছরে শিক্ষাঙ্গনে কম করে হলেও শতাধিক ছাত্র নিহত হয়েছে। এসব হত্যাকাণ্ডের কোন বিচার হয়নি। কত মায়ের চোখের জলে যে শিক্ষাঙ্গণের পবিত্রতা ধূয়ে গেছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। এটা কোন বিচারেই মেনে নেয়া যায় না

ছাত্র রাজনীতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যে বক্তব্য দিয়েছেন তা যে কোন বিবেচনায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এতে কোন সন্দেহ নেই। তাৎক্ষণিকভাবে তার এ বক্তব্য রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোড়ন তুলেছে। কোন কোন মহল থেকে প্রধানমন্ত্রীর এই দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানানো হয়েছে। তারা বলছেন, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে ছাত্র রাজনীতি জরুরি ভিত্তিতে বন্ধ করে দেয়া জরুরি। অন্তত কয়েক বছরের জন্য ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা যেতে পারে। কারণ পেশী শক্তি যেভাবে ছাত্র রাজনীতিকে আচ্ছন্ন করে চলেছে তা মেনে নেয়া যায় না। ছাত্র রাজনীতি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়া হলে দেশের শিক্ষাঙ্গণ কলুষমুক্ত হতে পারে।

সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ছাত্র রাজনীতি বন্ধকরণ সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য সমর্থন জানিয়েছেন। তারা মনে করছেন, ছাত্র-ছাত্রীর লেখা-পড়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার যদি ছাত্র রাজনীতি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেন তা হলে সরকার অবশ্যই প্রশংসিত হবেন। উল্লেখ্য সাবেক এরশাদ সরকার আমলে একবার ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। তার সে উদ্যোগ অবশ্য সফল হয়নি। উল্লেখ্য, বিগত সরকার আমলে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ একাধিকবার ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার আহ্বান জানালেও তার এই আহ্বানে কেউ সাড়া দেয়নি। তবে এখন সময় এসেছে ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার। ছাত্ররা লেখা-পড়ার পাশাপাশি রাজনীতি সচেতন হবে তাতে কারো আপত্তি থাকা উচিৎ নয়, তবে ছাত্র রাজনীতির নামে এখন আমাদের দেশে যা চলছে তা কোন বিবেকবান লোক মেনে নিতে পারে না। এক শ্রেণীর ছাত্র নামধারী যুবকের কাছে ছাত্র রাজনীতি রীতিমত ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। এরা সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি হতে শুরু করে এমন কোন কাজ নেই যা করছে না। আর ছাত্রাবাসগুলো হচ্ছে সন্ত্রাসীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। অনেকেই আছেন যারা ছাত্র নন অথচ ছাত্রাবাসে আশ্রয় নিয়ে সন্ত্রাসী কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। অশুভ ছাত্র রাজনীতির কবলে পড়ে গত বছরে শিক্ষাঙ্গনে কম করে হলেও শতাধিক ছাত্র নিহত হয়েছে। এসব হত্যাকাণ্ডের কোন বিচার হয়নি। কত মায়ের চোখের জলে যে শিক্ষাঙ্গণের পবিত্রতা ধূয়ে গেছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। এটা কোন বিচারেই মেনে নেয়া যায় না। আসলে কোন বিবেকবান মানুষই ছাত্র রাজনীতির বর্তমান অবস্থা মেনে নিতে পারেন না। তারপরেও কথা থেকে যায়। মাথা ব্যথা হয়েছে বলে কি আমরা পুরো মাথাটাই কেঁটে ফেলবো? নাকি ব্যথা সারানোর ব্যবস্থা করবো? অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন, ছাত্র রাজনীতি বন্ধকরণ নয় বরং তাকে কলুষমুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। ছাত্ররা যাতে কোন অবস্থাতেই রাজনৈতিক দলের লেজুরবৃত্তি করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা ছাত্রদের আর কখনোই ক্ষমতারোহণের হাতিয়ারে পরিণত করবে না। সকল রাজনৈতিক দল যদি একত্রে বসে এ ব্যাপারে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কেবল তা হলেই এটা করা সম্ভব হবে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো কি সে ধরনের উদারতা প্রদর্শন করতে পারবে? আমাদের দেশে দেখা যায় কোন ভাল উদ্যোগ নেয়া হলেই রাজনৈতিক দলগুলো [illegible]তে তুলে তা বানচাল করতে উঠে-পড়ে লাগে। আর তাই আমাদের অনেক মহতী উদ্যোগ অকালেই মাঠে মারা যায়। আমাদের ছাত্র সংগঠনগুলোর অধিকাংশেরই নেতৃত্ব এখন আর ছাত্রদের হাতে নেই। [illegible] অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে এমন লোকজন ছাত্র সংগঠনের শীর্ষ পদে বসে আছে। এ ছাড়া কিছু সন্ত্রাসীও নানাভাবে ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে আকড়ে ধরে আছে। আমরা যদি শিক্ষাগণকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে চাই তা হলে অবশ্যই ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব ছাত্রদের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে।

ছাত্র সংগঠনগুলোর মাঝে গণতন্ত্রের চর্চা নেই বললেই চলে। মূল রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দই ঠিক করে দেন কে নেতৃত্ব করবে। কাউন্সিল অধিবেশন করে নেতৃত্ব ঠিক করা হয় না। যেহেতু মূল রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরাই ঠিক করে দেন কে নেতা হবে, তাই ছাত্র নেতাদের চেষ্টা থাকে কিভাবে নেতা-নেত্রীকে সন্তুষ্ট রাখা যায়।

সরকার ছাত্র সংগঠনগুলোর ব্যাপারে যে চিন্তা ভাবনা করছেন তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। তবে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার পূর্বে আমাদেরকে আরও ভালভাবে চিন্তা করতে হবে। উল্লেখ্য, আমাদের দেশের ছাত্র রাজনীতির গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলনে ছাত্ররা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ৫২'র ভাষা আন্দোলন অর্গানাইজ করেছিল ছাত্ররা। যারা ৫২তে বুকের রক্ত দিয়ে বাংল ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছিল তারাও ছিল ছাত্র। আসলে জাতীয় রাজনীতিবিদগণ যখন রক্ষণশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, ছাত্ররা তখন আন্দোলনের ঝান্ডা নিয়ে এগিয়ে গেছে। ৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানে আইয়ুব খানের দুর্দমনীয় শাসনের বিরুদ্ধে জনগণ যখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল তখন ছাত্ররা এগিয়ে এসেছিল। ছাত্রদের আন্দোলনের মুখেই সে দিন আইয়ুব খানের পতন হয়েছিল। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় ছাত্ররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। অথবা ৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র সমাজ তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। জাতীয় রাজনীতিবিদরা যখন তাদের ভূমিকা পালনে সার্বিক সফলতার মুখ দেখেনি ঠিক তখনই ছাত্ররা এগিয়ে এসেছে। আজ যদি ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেয়া হয় তা হলে ভবিষ্যতে দেশে নেতৃত্ব শূন্যতা দেখা দিতে পারে। কারণ ছাত্র নেতারাই পরবর্তীকালে জাতীয় নেতৃত্বে আসীন হয়। আজ যারা জাতীয় রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের অধিকাংশই এককালে ডাকসাইটে ছাত্র নেতা ছিলেন। নেতৃত্ব হঠাৎ করেই সৃষ্টি হয় না। অনেক বন্ধুর পথ পাড়ি অতিক্রম করে ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়ে একজন নেতা গড়ে উঠেন। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করাটা কোনভাবেই যৌক্তিক হবে না। বরং ছাত্র রাজনীতিকে সঠিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিছু আইন করা যেতে পারে। ছাত্ররা তাদের সমস্যা নিয়ে রাজনীতি করবে। জাতীয় রাজনৈতিক দলের লেজুরবৃত্তি করবে না। গঠনতন্ত্র মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ে কাউন্সিল অধিবেশনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ভোটে নেতা নির্বাচিত করতে হবে। কোনভাবেই নেতৃত্ব উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া যাবে না। সন্ত্রাসী এবং অছাত্রদের ছাত্র রাজনীতি হতে সতর্কতার সাথে দূরে রাখতে হবে। অর্থাৎ যেসব ছাত্র সংগঠন সে আচরণবিধি লংঘন করলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। আচরণ বিধি যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য বিচার বিভাগীয় কমিশনকে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। ছাত্ররা শিক্ষাঙ্গণের সমস্যা নিয়ে রাজনীতি করবে এটাই সবার কাম্য। তারা সরকার পতনের আন্দোলন করবে, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি করবে এটা কাম্য নয়। যেন-তেন ইস্যুতে ছাত্ররা রাজপথে বেরিয়ে আসবে তা কারো কাম্য হতে পারে না। ছাত্ররা লেখাপড়া করবে এটাই সবার কাম্য। তাই বলে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা হবে তাও মেনে নেয়া যায় না। ছাত্ররা রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন হবে এমনকি তারা তাদের [illegible] নিয়ে সীমিত পরিসরে রাজনীতি করবে এটাও মেনে নেয়া যায়। তবে রাজনীতি করার অধিকার অপপ্রয়োগ করে তারা চাঁদাবাজি করবে বা আর্থিক ফায়দা লুটবে তা মেনে নেয়া যায় না।

[লেখক : [illegible]]